# বাংলার দুর্দিন

## তুলসি পার্বতী ও কুসুমদের দাপট

লীলাবালি লীলাবালি গানটি এখন বিয়ের আসর মাতিয়ে রাখে না। সেখানে চলে 'সোনিয়া সোনিয়া' কিংবা 'ডোলারে ডোলারে'..। শাড়ির বদলে অনেকে পড়ছেন ঘাগরা। কথোপকথনে হিন্দি শব্দের অনায়াস প্রবেশ। হিন্দি সিনেমার প্রভাব দিয়ে শুরু হয়েছিল এ আগ্রাসন। আর হিন্দি সিরিয়াল এখন হিন্দিকে নিয়ে এসেছে আমাদের ঘরের একদম ভেতরে। তুলসি পার্বতী এখন আদর্শ গৃহবধূর আইকন। কুসুম স্বপ্নের নায়িকা; আমাদের বাকের ভাইরা এখন প্রতিদিনই ম্লান হয়ে পড়ছে মিহিরদের কাছে। কেননা আমরা নতুন বাকের ভাই তৈরি করতে পারিনি। এখন চেষ্টা চলছে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে। কিন্তু উদ্যোগ প্রয়োজন বিটিভি থেকে। যার কোনো সাড়াশব্দ নেই। এভাবে চলতে থাকলে একদিন ঢাকায় প্রতিটি সাইনবোর্ড চলেযাবে তুলসিদের দখলে...

**ঘটনা এক**

বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়েছে শুক্রবার। সে বিষয়ে কারো সমস্যা নেই। সমস্যা বাধলো মেয়ে এবং ছেলের গায়ে হলুদের তারিখ নিয়ে। দুই পক্ষের খালা-চাচীরা বলে বসলেন 'না, না, সোম এবং মঙ্গলবার করলে হবে না। এটা করতে হবে শনি এবং রোববার।' কোনোভাবেই তাদের সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো যাচ্ছে না। বারবার একই কথা। কিন্তু কেন? সোম, মঙ্গলবার কি সমস্যা তাদের? কি এমন জরুরি কাজ?

**ঘটনা দুই**

জাহিদ সাহেব লক্ষ্য করলেন সপ্তাহে চার দিন তাকে ঠান্ডা ভাত খেতে হয়। এবং এই সময়ে তার স্ত্রী ও দুই কন্যা স্থির হয়ে বসে যেন টিভি দেখছে না, গোগ্রাসে কিছু গিলছে। এক দিন ঠান্ডা ভাতের জন্য রাগারাগি করতেই স্ত্রী বলে ফেললো- আসল কথা রাতে রান্না করা হয় না চার দিন। দুপুরেই রাতেরটা রান্না হয়ে যায়। কেননা এই চার দিন রাত ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সবাই খুউব ব্যস্ত। এই রুটিন অপরিবর্তনীয়।

**ঘটনা তিন**

বাংলাদেশের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পপতির মধ্যে তিনি একজন। বেডরুমে শুয়ে রাতে

বিবিসির খবর দেখার দীর্ঘদিনের অভ্যাস তাকে ছাড়তে হচ্ছে বাধ্য হয়েই। রিমোটটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রক এখন তার স্ত্রী । স্টার প্লাস আর সনি চ্যানেলেই সীমাবদ্ধ ছোট পর্দাটি। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তারও একই অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এখন বিবিসির খবর দেখেন সকালে।

পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের রুটিন বদলে দিয়েছে কয়েকটি হিন্দি সিরিয়াল। জীবন, জীবন যাপন এখন নিয়ন্ত্রিত এসব নাটক দিয়ে। এগুলো ঠিক নাটকের পর্যায়ে নেই। নাটকের চরিত্রগুলো মিশে গেছে দর্শকদের গভীর জীবন যাপনের সঙ্গে। এরা বেড়ে উঠছে প্রতিদিনের ঘটনার সঙ্গে, দর্শকের নিজ আঙ্গিনাতেই। প্রতিদিনের দৈনন্দিনতার অংশ যেন অনেক কিছুর মতই প্রয়োজন এসব সিরিয়ালেরও। শুধু দেখে আনন্দ পাবার বিষয় নয়, এটা এখন প্রয়োজন ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। বাগদাদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কার কি আসে যায়। চ্যানেল ঘুরে গেল কুসুমের দিকে, হয়তো এই বিধ্বস্ত পৃথিবীতে এই সোপ এক ধরনের আশ্রয়।

**কারা দেখছে**

সিরিয়ালে নিবদ্ধ কোটি কোটি চোখের মধ্যে আছে বাংলাদেশী অসংখ্য চোখ। উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত- সব শ্রেণীর অধিকাংশ মহিলাই এসব সিরিয়ালের দর্শক। গৃহিণীদের সংখ্যা চাকরিজীবীদের তুলনায় বেশি। কিশোরী-তরুণীরা গৃহিণীদের ছাড়িয়ে গেছেন সংখ্যায়। পঁয়তাল্লিশোর্ধ্ব পুরুষের অনেকেই নিয়মিত দেখেন কাহানি ঘর ঘর কি, কিউ কি শাস ভি কাভি বহু থি, কুসুম, অস্তিত্ব। সিরিয়ালগুলো নিয়ে আবার আলোচনা-সমালোচনা চলে ঘরের মধ্যে, ফোনে। প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে। তুলসি, পার্বতী, মিহির, করণ, ওম, পল্লবী, কুসুম তখন রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে গল্পে। পরবর্তী দিন কি হবে এই টেনশনও থাকে আলোচনার কণ্ঠে আপনি যদি দর্শক না হন এসব সিরিয়ালের, নিজেকে রীতিমতো অন্য জগতের মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করবেন সে আলোচনায়। হয়তো সে কারণে একদিন বসে গেলেন কি আছে এতে দেখতে। ব্যস, আটকে গেলেন তিন ঘন্টার জন্য। তারপর একদিন দেখবেন আপনার রুটিনও বদলে গেছে। দেখবেন গায়ে হলুদ, বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে ইচ্ছে করবে না, বাসায় ঠান্ডা ভাত, বিবিসির খবর আর দেখা হবে না রাতে। এমনকি বাসায় মাঝেমধ্যে হিন্দি চর্চাও শুরু হবে। সাক্ষী শব্দটি পরিণত হবে সাবুদে। ভালোবাসা বদলে যেতে পারে পেয়ারে। অথচ এই হিন্দি মূলত এক ধরনের লোকায়ত ভাষা। সাহিত্য চর্চা হিন্দিতে সেভাবে হতো না। যেভাবে হতো বাংলা এবং উর্দু। অথচ এখন ডেইলি সোপগুলো হিন্দিকে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতরে। শুধু ভাষা বদলে যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না আগ্রাসন। বদলে যাচ্ছে, যাবে আমাদের জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও। সিরিয়ালগুলো শুধু চার ঘন্টা দর্শকদের আটকে রাখে ভাবলে ভুল হবে। অবসর এবং বিনোদনের পুরো সময়টি দর্শক থাকেন তুলসি-পার্বতীর পরিবারের মধ্যে। এখানেই শেষ নয়, যেদিন তুলসির চোখ দিয়ে পানি গড়ায়, সেদিন ভিজে ওঠে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি চোখ। পার্বতীর সমস্যা যেন নিজেরই সমস্যা। কুসুমের সংগ্রাম যেন একজন নারীর সংগ্রাম। এভাবেই সিরিয়ালগুলো মিশে আছে, যাচ্ছে আমাদের জীবনে। কি আছে এই সিরিয়ালগুলোতে? কেন সব দর্শকই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকে টিভি সেটের সামনে? কেন বাংলা অনুষ্ঠান মার খাচ্ছে এসব চ্যানেলের কাছে।

এখন ডেইলি সোপগুলো হিন্দিকে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতরে। শুধু ভাষা বদলে যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না আগ্রাসন। বদলে যাচ্ছে, যাবে আমাদের জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও

**কেন দেখছে**

দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে আটকে রাখার জন্য রীতিমত গবেষণা করেছে প্রযোজনা সংস্থাগুলো। বালাজি টেলিফিল্মস কাহিনীতে প্রাধান্য দিয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে। একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-দুঃখের খুঁটিনাটি বিষয়কে এনেছে সূক্ষ্মভাবে। যেটা নব্বই দশকে নব্য মধ্যবিত্তের উত্থানে ভাঙতে শুরু করেছে। রিয়েল এস্টেট ও মুক্তবাজারের সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী ভাঙছে, অন্যদিকে ডাইনেস্টি গড়ে উঠছে ভারতে। একই সঙ্গে নির্মাতারা কাহিনীতে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে কৌশলে। ধনাঢ্য পরিবারকে ঘিরে তৈরি করছে নাটকগুলো। চাকচিক্য প্রাধান্য পায় এখানে। বড়লোকের কষ্ট এবং আনন্দের রূপ দেখার কৌতূহল সব মানুষের মধ্যেই থাকে। সেখানে যুক্ত করে দিচ্ছে মহাভারত রামায়ণের রসায়ন। মহাভারত রামায়ণ সমৃদ্ধ হয়েছে সহস্র বছর ধরে। এখানে প্রতিদিন ঘটছে মহাভারত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোধার ঘরে প্রতিফলিত হয়- এখানে তাই হয়। যে

# ফাইল

# একতা কাপুর

মাত্র ১৯ বছর বয়সে বানিয়েছিলেন ছোট পর্দার ব্লকবাস্টার 'মানো ইয়া না মানো'। ২৬ -এ তৈরি করেছেন ২০টি ডেইলি সোপ। কমেডি সিরিজ বানিয়েছিলেন যা চলেছে ৫ বছর। গত বছর ১০টি ভারতীয় টিভি চ্যানেলের জন্য বানিয়েছেন ১৫০০ ঘন্টার অনুষ্ঠান। এ বছর এই সময়সীমা বাড়বে আরও ২৫ ভাগ।

উপমহাদেশের ৫০ কোটি টিভি দর্শক তার ভক্ত। এশিয়া উইকের মতে, এশিয়ার শক্তিমান ৫০ নারীর অন্যতম তিনি। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র মত অনুষ্ঠানকে হটিয়ে তার 'কিউকি শাস ভি কাভি বহু থি' টপচার্টে থেকেছে সব সময়। ' কাহানি ঘর ঘর কি', 'কুসুম' ইত্যাদি দর্শক ভোলানো সিরিয়ালের প্রসূতি এই তরুণী।

কি আছে একতার সিরিয়ালে? কোটি কোটি দর্শক কেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে 'কিউ কি শাস...' কিংবা 'কুসুম' দেখার জন্য? একতার নিজের কথা, 'আমি স্বপ্ন বিক্রি করি যার মধ্যে থাকে বাস্তবতার অঙ্কুর। আর একারণেই লোকে আমার কাহিনী বিশ্বাস করে।'

পারলৌকিকতায় বিশ্বাসী অনেকে মনে করবেন দেব- দেবীতে একতার অগাধ ভক্তিই হয়তো তার সাফল্যের গোপন রহস্য। দেব-দেবীতে একতার অন্ধ বিশ্বাস, একথা অবশ্য অস্বীকার করার যো নেই। প্রডাকশন হাউজ 'বালাজি টেলিফিল্মস'-এর নামকরণ করাই হয়েছে পারিবারিক দেবতা 'বালাজি'র নামে। তার হাতে থাকে 'মঙ্গল সুতো'। বাসা আর অফিস ভরে রেখেছে দেব-দেবীর মূর্তি। তাহলে কি দেবতাদের অনুগ্রহেই একতার এই বিস্ময়কর সাফল্য?

হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় টিভি মার্কেট সম্পর্কে অভিজ্ঞরা বলেন ভিন্ন কথা। তারা মনে করেন, ভারতীয় দর্শকদের পলিসিটি ঠিকমতই ধরতে পেরেছেন একতা। একতা নিজেই বলেছেন, 'আমার দর্শক উচ্চবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত নয়। মধ্যবিত্ত দর্শকই বাঁচিয়ে রেখেছে আমার সিরিয়ালগুলো'। পর্যবেক্ষকরাও বলছেন একই কথা। ভারত এবং আশপাশের দেশগুলোর 'পেটিকোট ব্রিগেড'ই একতার সিরিয়ালগুলোর গোগ্রাস দর্শক। এসব সিরিয়ালগুলোতে তৈরি করা হয়েছে এক বিশেষ 'ভিডিও ওয়ার্ল্ড'। 'পেটিকোট ব্রিগেড' এই রূপালী পর্দার এই পৃথিবী বিশ্বাস করতে চায়, বিশ্বাস

করে। কারণ এতে রয়েছে একতার ভাষায় 'বাস্তবতার অঙ্কুর'। আর একারণেই দেখা যায়, 'কিউ কি শাস...'র একটি চরিত্রকে মেরে ফেলার পর দর্শকরা ফুঁসে ওঠে। কারণ মিহির ছিল ভারতীয়দের আদর্শ পুরুষ। পত্রিকায় খবর হয় মিহিরের মৃত্যুর ঘটনা। আমাদের বাকের ভাইয়ের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছিল। পুরোপুরি বাস্তব নয়, 'কল্পিত-বাস্তবের' এক বিশ্বাসযোগ্য পৃথিবী সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন একতা।

কিছুদিন আগে ভারতীয় নারী সংগঠন 'এফআইসিসিআই'র একটি সেমিনারে ভারতীয় টিভি সিরিয়ালে নারীদের উপস্থাপনের বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেখানে প্রশ্ন তোলা হয় ভারতীয় নারীরা কি কেবলই প্রেমবিলাসী,কূট কৌশলে পারদর্শী? বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, রান্না আর গহনা - এগুলোই কি তাদের মনমগজ ভরিয়ে রাখে! একজন বক্তা প্রশ্ন তোলেন, 'এসব কি ভারতীয় নারীর প্রতিচ্ছবি?'

একতার সিরিয়ালগুলো নিয়েও একই প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সিরিয়ালগুলোতে প্রথাগত ভারতীয় দর্শনের ওপর জোর দেয়ায় বেঁচে যান একতা। বলা হয়, একতার সিরিয়ালগুলো আধুনিকতা এবং সনাতন ভারতীয় ধ্যানধারণার মিশ্রণ এবং এগুলোতে পরের বিষয়টিকেই বড় করে দেখানো হয়। সেখানে পতিব্রতা, শাশুড়ি অন্তঃপ্রাণ তুলসিরা আদর্শ। দর্শকের সহানুভূতির কেন্দ্র। পক্ষান্তরে শ্বেতারা বর্জনীয়। একতার সিরিয়ালগুলোতে পুরনো ভারতীয় যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার, সিঁথির সিঁদুর আর তুলসি গাছের প্রাধান্য লক্ষণীয়। 'কিউ কি শাস...'র পরিচালক সুরাজ রাও'র মতে, 'ভারতীয় পরিবারগুলো সবসময় যৌথ পরিবার ছিলো। আমরা বলতে চাইছি আমরা এখনও তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারি।' আর একারণেই দেখা যায়, আধুনিক একক পরিবারে এসব সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। না পাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া অতীতকে তারা নতুন করে ফিরে পেতে চায় টিভির পর্দায়। আর এজন্য অনেক নারীবাদীকেই বলতে শোনা যায়, 'এসব সিরিয়াল নারীদের ২০০ বছর পিছিয়ে দিচ্ছে।'

একতার বক্তব্য অবশ্য অন্যরকম। তার কথায়, 'অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিরই মূল্যবোধের প্রয়োজন নেই। আর অধিকাংশ দরিদ্রের এর জন্য সময় নেই। ঘটনাচক্রে মধ্যবিত্তরাই দেশের সামাজিক মূল্যবোধ ধরে রেখেছেন। আর তাই আমি বাস্তবতা সৃষ্টি করেছি বাস্তব চরিত্র তৈরির মধ্য দিয়ে। আদর্শ তৈরি করেছি একটি পরিবারের মধ্য দিয়ে।'

আর এভাবেই হুডখোলা আধুনিকতার প্রবক্তাদের মুখ বন্ধ করতে একতা বলেন, 'প্রত্যেক ভারতীয় পরিবারই সংস্কৃতি, উৎসব ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা।'

একতার সিরিয়ালগুলোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ অন্যত্র। তার প্রায় সবগুলো সিরিয়ালই একই ধরনের ফর্মুলা নির্ভর। মা-বাবা, শাশুড়ি, ননদ, বৌ, ভাই-বোন, কুটিল ননদ বা দেবর... ইত্যাদি। একতা নিজেও এই অভিযোগ মানেন। কিন্তু তার চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় প্রচন্ড ব্যবসায়িক গন্ধ। এইসব পারিবারিক ফর্মুলা ভিত্তিক সিরিয়ালগুলোর সাফল্যের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আমি যদি অন্যকোনো পথ বেছে নিই তাহলে তা হবে বোকামি। আমি খোলা মাঠে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিজয় নাচ নাচতে দিতে চাই না।'

কারো গর্ভে যে কোনো ব্যক্তির সন্তান। এটা সহজেই নিতে পারে দর্শক। কারণ এসব ঘটনা যেন চেনা। তারপর আছে উপর কাঠামোর কেচ্ছা! ক্রিয়েটিভ পরিচালক ও প্রযোজক একতা কাপুর টার্গেট করেছেন প্রবাসী ভারতীয় এবং গৃহিণীদের। একতা কাপুরের সিরিয়াল নির্মাণের সঙ্গে জড়িত আছে ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই। ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় কয়েকটি ডাইনেস্টি এখন একটা শক্ত অবস্থানে আছে। কয়েকটি পরিবার অনেক বেশি শক্তিশালী। মানুষ তাদের জীবন যাপনের কথা জানতে চায় নিজেদের মতো করে। একই সময়ে পরিবর্তন হয়েছে রাজনীতির হালচালের। বিজেপির উত্থান প্রমাণ করে ভারতে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনকে। তাই ধর্মকে আর আড়াল করে রেখে লাভ নেই বুঝে ফেলেছেন একতা কাপুর। তার অন্যতম দুই সিরিয়াল 'কিউ কি শাস ভি কাভি বহু থি' আর 'কাহানি ঘর ঘর কি'তে সব সময় পূজা-পার্বণ লেগেই থাকে। আর সামাজিক, পারিবারিক মূল্যবোধকে অতিমাত্রায় এবং রক্ষণশীলভাবে জোর দেয়া হচ্ছে প্রবাসীদের কথা মাথায় রেখে। সত্তর দশকে ভারত ছেড়েছিল মূলত পেশাজীবীরা। তারা ওখানে শাখা বিস্তার ঘটিয়েছে। নব্বই দশকে অনেকে প্রবাসী হয়েছিলেন পরিবারসহ। সেই পরিবারের দশ বছরের কন্যাটি এখন তেইশ বছরের তরুণী। সে এবং তার পরিবার নিজেদের ভারতীয় হিসেবে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে চায়। আশ্রয় নেয় এসব মূল্যবোধের ও ধর্মের। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধর্মকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে চাকচিক্যতার রঙ মিশিয়ে। সেই তরুণীটি এখন তার বিদেশী বন্ধুকে দেখাচ্ছে 'দেখ এই আমাদের সংস্কৃতি'। বিদেশী বন্ধুটিও আগ্রহ ভরে দেখে এত আবেগময় সম্পর্ককে। একতা কাপুর এভাবেই সফল হয়েছেন ভারতীয় এবং প্রবাসী ভারতীয় দর্শকদের কাছে। কিন্তু বাংলাদেশী দর্শকরা কেন এভাবে আটকে থাকেন?

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ধর্মকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে চাকচিক্যতার রঙ মিশিয়ে। সেই তরুণীটি এখন তার বিদেশী বন্ধুকে দেখাচ্ছে 'দেখ এই আমাদের সংস্কৃতি'

কাহিনী চরিত্রে গতানুগতিক প্রেম নয় বরং পরিবারের নানা সূক্ষ্ম সম্পর্ককে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখানো হয়, প্রাধান্য দেয়া হয় একটি নারী চরিত্রকে। এই নারী একের পর এক বিপদে পড়েও তার পরিবারকে সামলে রাখেন সর্বংসহা হয়ে। খল চরিত্রেও থাকেন নারী। খলনায়িকার বিভিন্ন কূটকৌশলে মাঝেমধ্যে নায়িকাকে খল বলে মনে করেন নিজ পরিবারের আপন লোকজনও। এভাবে প্রতিদিনের আধ ঘন্টা নাটক জুড়ে থাকে ক্লাইমেক্স। এটা একটা বিরাট কৃতিত্ব। তিন বছর ধরে চলা ডেইলি সোপগুলো কখনো খুব বেশি ক্লান্তিকর মনে হয় না দর্শকদের কাছে। কখনো কখনো অতিমাত্রায় ঘ্যান ঘ্যান মনে হলেও হঠাৎ করেই বিরাট একটা পরিবর্তন আসে কাহিনীতে। দর্শককে ধরে রাখার জন্যই নায়িকার বা নায়কের একাধিক বিয়ে, প্রেম দেখানো হয় অথবা অবৈধ সম্পর্ক এসে পড়ে তীব্রভাবে। এগুলো আবার এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেন দর্শকদের সিমপ্যাথি অটুট থাকে চরিত্রটার প্রতি। যেন নায়িকা বা নায়কের কিছুই করার ছিল না, ঘটনাক্রমে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। নাটকগুলোতে মদ খাওয়াকে খারাপ দেখানো হয়েছে, গৃহিণীরাই আদর্শ নারী এরকম চিন্তাভাবনা আছে এসব ডেইলি সোপে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের গৃহিণীরা তখন নাটকগুলোর ভক্ত হয়ে ওঠেন। শাশুড়ি-বউ দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন দেখানো হয়, আবার একই নাটকে একই চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখানো হয় সেই শাশুড়িই মায়ের মতো আচরণ করছে। তখন সদ্য বিবাহিতা একজন নারী স্বপ্ন দেখেন এমন একান্নবর্তী পরিবারের। সে নিজেও জানে, বোঝে এটা তার জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। ফ্যান্টাসির জগৎ দখল করে নেয় নাটকগুলো। শুধু বিনোদন নয়, জীবনের অংশ হয়ে ওঠে সিরিয়ালগুলো। এবং এটাই উদ্দেশ্য ডেইলি সোপের নির্মাতাদের।

আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলাম কেন দর্শকরা এভাবে আকৃষ্ট এসব সিরিয়ালে। প্রশ্নটি যদি ঘুরিয়ে করা হয় দর্শকরা আকৃষ্ট হবে না কেন বা সে সময়ে দর্শকরা আমাদের চ্যানেলগুলোতে কি দেখবে, তখন উত্তর কি দেয়া যায়? আগেই বলেছি এই দর্শকরা মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং গৃহিণী। এখন চিন্তা করুন আমাদের চ্যানেলগুলো তাদের জন্য এই তিন বছরে কি তৈরি করেছে?

প্রথমেই আসি বিটিভির কথায়। বিটিভির অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠান নীতিমালায় আদৌ কোনো সুস্থ পরিকল্পনার ছাপ নেই। সাত বছর হলেও প্যাকেজ অনুষ্ঠানের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। যার যখন, ইচ্ছা নয় বরং শক্তি বেশি বলা ভালো, সেই তখন অনুষ্ঠান বানাতে পারে। সপ্তাহের মোট পিক আওয়ারে অর্ধেকের বেশি সময় এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ

করছে একটি গ্রুপ, এরকম গ্রুপগুলো বাকি সময়টা নিয়ন্ত্রণ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। পরীক্ষিত ভালো নির্মাতাদের সুযোগ না দিলে কিভাবে সম্ভব হবে একটি মানসম্মত, দর্শকনন্দিত নাটক তৈরি? বিটিভি কখনো মনে করে না কাউকে ডেকে এনে নাটক তৈরির অনুরোধ করার কথা। সব সময় সরকারি এবং অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চলছে। এবং প্রতিদিনই এর মান খারাপ হচ্ছে। অথচ এই বিটিভিই এক সময় মানুষকে ধরে রেখেছিল ভাঙনের শব্দ শুনি, সকাল সন্ধ্যা, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই- এসব নাটক, ধারাবাহিক নাটক দিয়ে। মোস্তাফিজুর রহমান, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রিয়াজউদ্দিন

বাদশা প্রমাণ করেছিলেন বাংলা নাটকের মান এই উপমহাদেশে সবচেয়ে ভালো। তখন হিন্দি নাটকগুলো ছিল খুব নিচু মানের। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে হিন্দি চ্যানেল আর আমরা পিছিয়ে পড়তে পড়তে এখন দুর্দিনে দুর্দশায় আক্রান্ত। আমাদের নাটক মানেই প্রেম। মাঝখানে বিরহ, শেষে মিলন। ভালো নির্মাতা হলে শিল্পীরা হবেন খ্যাতিমান, সংলাপ হবে শ্রবণযোগ্য এটাই যা একটু পার্থক্য। এভাবেই চলছিল দীর্ঘদিন। একুশে টিভি বদলে দিচ্ছিল প্রেক্ষাপট। ভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে শুরু হয়েছিল নাকট নির্মাণ। তরুণ নির্মাতারা বাংলা নাটককে ফিরিয়ে আনার আভাস দিচ্ছিলেন। আশা জাগিয়েছিল মেগা সিরিয়াল 'বন্ধন'। স্টার প্লাস, সনির পাশাপাশি বাড়ির গৃহিণী এক ফাঁকে দেখে নিতেন বন্ধন। বন্ধন বন্দী হলো আইনের বন্ধনে। শুরু হলো গৃহগল্প। কিন্তু সেটিও বন্ধ হবার অপেক্ষায় অর্থনৈতিক কারণে। এটা একটা বিরাট সমস্যা আমাদের জন্য। বিটিভি কিছু করবে না। আবার সরকার অন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোকে বা অন্য কাউকে টেরিস্টেরিয়াল অনুমতি দেবে না। আর স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিজ্ঞাপনদাতা উচ্চমূল্যের বিজ্ঞাপন দিতে দ্বিধা করবে। সমস্যায় পড়েন প্রযোজক, পরিচালক। তাকে যুদ্ধ করতে হবে বাঘের সঙ্গে অথচ প্রায় নিরস্ত্র হয়ে। এ প্রসঙ্গে ৫১বর্তী নাটকের কাহিনীকার আনিসুল হক বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। বাজেটের বিষয়টি মাথায় রেখেই ৫১বর্তী তৈরি করা হচ্ছে। হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া নয় বরং হিন্দি সিরিয়ালের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতায় আমরা টিকে থাকতে পারি তাই-ই প্রমাণ করবো ৫১বর্তী সিরিয়াল দিয়ে।'

**আইকন এখন তুলসি-পার্বতী-কুসুম**

ছেলের বউ কেমন চান? এর উত্তরে ভবিষ্যতের শাশুড়িরা বলেন তুলসি-পার্বতী-কুসুম এদের মতো। এক সময় শাশুড়িরা বলতেন ডলি জহুরের মতো। হিন্দি সিরিয়ালের আগ্রাসন কিংবা তুলসি-পার্বতী-

এখন প্রতিযোগিতায় খুব ভালোভাবে আছে ছোট পর্দা, এমনকি বলিউডকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে বালাজি টেলিফিল্ম বা একতা কাপুর। তার কয়েকটি সিরিয়ালের দর্শক ধরে রাখার ক্ষমতা ফ্লপের তালিকায় নিয়ে গেছে অধিকাংশ হিন্দি সিনেমাকে

কুসুম এদের দাপট এখন এতোটাই বেশি- এরা হয়ে উঠেছেন আমাদের আদর্শ গৃহবধূর আইকন। স্টারশিপের বিজ্ঞাপনে তাই এখন দেখা যায় তুলসিকে। ভারতের অসংখ্য বিজ্ঞাপন জুড়ে রয়েছে এই নায়িকারা।

পাঁচ বছর আগেও আইকন ছিলো শুধু বড় পর্দার নায়ক-নায়িকারা। এখন প্রতিযোগিতায় খুব ভালোভাবে আছে ছোট পর্দা, এমনকি বলিউডকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে বালাজি টেলিফিল্ম বা একতা কাপুর। তার কয়েকটি সিরিয়ালের দর্শক ধরে রাখার ক্ষমতা ফ্লপের তালিকায় নিয়ে গেছে অধিকাংশ হিন্দি সিনেমাকে। গত বছর মাত্র একটি হিন্দি ছবি সুপারহিট হয়েছে। এ বছরও সংখ্যাটি তিন বা চারকে অতিক্রম করতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম। ছোট পর্দার এমন শক্তিশালী অবস্থানকে সমীহ করতে হচ্ছে বড় পর্দার বিখ্যাত নায়ক-নায়িকাদেরও। অমিতাভ, মাধুরী, কারিশমা, মনীষা, অনুপম খের, গোবিন্দকে ছোট পর্দায় আনার ক্ষমতা হয়ে গেছে বিভিন্ন চ্যানেলের। ভারতের অর্থনীতিতে নতুন ফ্যাক্টর এখন ছোট পর্দা। আর বড় পর্দা তাদের নতুন বাজার তৈরির বিষয়ে বেশি মনোযোগী হচ্ছে এবং আশ্রয় নিচ্ছে একতা কাপুরের কৌশলে, পারিবারিক মূল্যবোধকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। 'কাভি খুশি কাভি গম' হিটও হয়েছে সে কারণে। এসব ছবি দেশের চেয়ে দেশের বাইরে চলছে বেশি। হলিউডের সিনেমার পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও তারা বাজার তৈরি করছে এবং প্রচলিত বাজারের অংশীদার হচ্ছে। হিন্দি বা ভারতীয় সংস্কৃতিকে এভাবে বিস্তার করা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি সম্ভাব্য অংশে। প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কাজটা সহজও তাদের জন্য। ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দি চ্যানেল না থাকলেও সেখানকার চ্যানেলে ছুটির দিন রোববার দেখানো হয় হিন্দি সিনেমা। একই অবস্থা অনেক দেশেরই। সেসব জায়গায় এখন 'কিউ কি শাস ভি কাভি বহু থি' এবং 'কাহানি ঘর ঘর কি'ও দেখানো শুরু হচ্ছে। ভারতীয় দর্শকদের পাশাপাশি সেসব অঞ্চলের মানুষও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হচ্ছে এসব ডেইলি সোপ এবং সিনেমায়। তুলসি, ঐশ্বরিয়া হয়ে উঠছেন বিশ্বব্যাপী আইকন। ভারত, ভারতের সংস্কৃতির প্রতি বাড়ছে মানুষের আগ্রহ, ঝুঁকছেও সেদিকে। আমরাও এর বাইরে নই। আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে এখন 'লীলাবালি লীলাবালি' গানটি যতো না হয় তারচেয়ে বেশি হয় 'সোনিয়া সোনিয়া' অথবা 'ডোলারে ডোলারে'...। শাড়ির পাশাপাশি মেয়েরা ঘাগড়া পরছে। তুলসির দাপট আইন করে কমানো যাবে না। তৈরি করতে হবে লীলা বা অন্য কাউকে। যে আমাদেরই সমাজের অংশ। আধ ঘন্টার প্রতিদিনের সিরিয়াল থাকতে হবে। এবং তা সম্ভব। ড্রাইভার, পিয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এখানকার তৃতীয় শ্রেণীর প্রযোজক দ্বারা পরিচালিত বিটিভিকে বদলাতে হবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রয়োজনে পুরো কাঠামোকেই বদলাতে হবে। কেন না, একটা মেগা সিরিয়ালের প্রতি পর্বের খরচ ন্যূনতম প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্যাটেলাইট চ্যানেলে ৬ মিনিটের বিজ্ঞাপন দিয়ে এই খরচ নিয়মিতভাবে তুলে আনা কষ্টকর। যা সহজেই সম্ভব বিটিভিতে প্রচার করে। কেননা বিটিভির বিজ্ঞাপন হার অনেক বেশি। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের আর্থিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত না হলে কোনো দিনও সম্ভব হবে না বাংলাদেশে তুলসির জন্ম নেয়া। আমাদের বন্ধন, গৃহগল্প, ৫১বর্তী মাদ্রাজির তুলসির দাপটে ম্লান হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে ম্লান হবে আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা সবই। মুক্ত আকাশে প্রতিযোগিতা করে টিকতে হয়, আবেগ দিয়ে নয়।

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করি। এর মধ্যে হিপোক্রেসি আছে। ছেলে-মেয়েরা পড়ছে ইংরেজিতে, কিন্তু নিজে স্বপ্ন দেখি বাংলার। বিদেশে বসে ক্যাসেট চেয়ে পাঠাই বাংলা গানের, ছবির। ছবি দেখি সুচিত্রা-উত্তমের। তারপর মেধাহীনতা। মেধাহীনতা দিয়ে, আবেগ দিয়ে টিকে থাকা যায় না, তার জন্য চাই নিজের অংশীদারিত্ব। কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা টিভি তবু পুরনো বাংলা ছবিগুলো দিয়ে কিছু দর্শক ধরে রাখছে। আমরাও হয়তো ঢাকার ববিতা, কবরী, শাবানার পুরনো ছবিগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারি। এটা কথার কথা।

আসল কথা হলো কিছু একটা করতেই হবে।